Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 43-48
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.006

উপসর্গবিমর্শ: সংস্কৃতভাষা ও ভাষান্তরে

বিশ্বজিৎ পাত্র, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India has a glorious history of grammatical study. Even at a time when other countries of the world could not think much about grammar, a very fine and thorough grammar was practiced in India by Sanskrit language. Although some grammar has been practiced in ancient Greece and Rome among Western countries, it lags far behind in terms of the subtlety, breadth, and depth of Sanskrit grammar. Mahamuni Panini, one of the greatest Sanskrit grammarians, tried to systematize the Sanskrit language by dividing the existing words in the Sanskrit language into five categories: nouns, pronouns, adjectives, verbs and indeclinables. But in addition to these five types of words, we also see the use of another type of word called Upasarga. As a result, the question arises in our mind whether Upasarga is a new kind of parts of speech or is it one of the five categories? Also, how many Upasargas are there in Sanskrit language? What are their characteristics? Is there existence of Upasarga in other languages in the world? All these questions of the reader's mind have been tried to be answered in this article so that the reader gets a clear idea about the Upasarga.

Keywords: Saṃskṛtabhāṣā, Vyākaraṇa, Upasarga, Gati, Karmapravacanīya, Grīk, Lātin

ভূমিকা:

একটি ভাষাতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বহু শব্দ থাকে। ভাষায় প্রযুক্ত সেই শব্দগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখাই হল ব্যাকরণশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন ব্যাকরণশাস্ত্র নিয়ে তেমন কিছু ভাবতে পারেনি, সেই সময়েও ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর ব্যাকরণ চর্চা হয়েছে। যদিও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কিছুটা ব্যাকরণ চর্চা হয়েছে, তথাপি তা সংস্কৃত ব্যাকরণ চর্চার সূক্ষ্মতা, বিশালতা, ও সুগভীরতার নিরিখে অনেক পিছিয়ে। আর সময়ের বিচারেও অনেক নবীন। বস্তুত বৈদিক সময় থেকেই সংস্কৃত ভাষার হাত ধরে ভারতবর্ষে ব্যাকরণশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল। মুণ্ডকোপনিষৎ, গোপথব্রাহ্মণ, বিভিন্ন প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগ্রন্থগুলি বৈদিক সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ চর্চার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। এই সংস্কৃত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ হলেন মহামুনি পাণিনি। যদিও পাণিনির পূর্বে ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, ব্যাড়ি, শাকটায়ন, শাকল্য প্রভৃতি বহু বৈয়াকরণ ছিলেন। তথাপি পাণিনির গ্রন্থটি সহজলভ্যতা, ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিভিন্ন মৌলিক কৌশল অবলম্বনের নিরিখে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই ব্যাকরণশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতে গেলে আমরা কখনই সংস্কৃত ভাষা ও পাণিনিকে এড়িয়ে যেতে পারি না। মহামুনি পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দগুলিকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে এবং প্রাচীন আচার্যদের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঁচ প্রকার পদে বিভক্ত করেছেন। যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণের এই পাঁচ প্রকার পদের ধারণা একদিনে আসেনি। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে আচার্য যাস্ক প্রথম চার প্রকার পদের কথা

বলেছিলেন- নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, ও নিপাত, 'চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতশ্চ তানীমানি ভবন্তি' (নিরুক্ত ১/১)। অনন্তর বৈয়াকরণরা বহু যুক্তি তর্কের ভিত্তিতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ও অব্যয় এই পাঁচ প্রকার পদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই পাঁচ প্রকার পদের সঙ্গে উপসর্গ নামক আরও একধরনের শব্দের ব্যবহার আমরা ভাষায় দেখতে পাই। তার ফলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে উপসর্গ কি তাহলে অতিরিক্ত একটি পদ? না এই পাঁচ প্রকার পদের মধ্যেই তার অন্তর্ভাব? সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এরকম কতগুলিই বা উপসর্গ আছে? তাদের বৈশিষ্ট্যই বা কি? পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্য ভাষাগুলিতেও কি এই রকম উপসর্গের অস্তিত্ব আছে? মূলত এই আলোচনাতে উপসর্গ বিষয়ে পাঠক হৃদয়ের এই সমস্ত প্রশ্নগুলিরই নিরসনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

উপসর্গের সংজ্ঞা:

ভাষার মধ্যে যে সমস্ত শব্দগুলি মূলত ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে সাধারণত বৈয়াকরণরা তাদেরকেই উপসর্গ নামে চিহ্নিত করে থাকেন। উপসর্গ নামক শব্দটিকে ইংরেজি Preposition শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। Preposition শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'prae' মানে পূর্বে এবং 'position' মানে অবস্থান অর্থাৎ যেগুলি কোন শব্দের পূর্বে বসে সেই শব্দটিকে বিশেষিত করে সাধারণভাবে তাকে আমরা Preposition বলে থাকি। গ্রীক ভাষায় এগুলিকে Prothesis বলে উল্লেখ করা হয়। তবে Preposition বা উপসর্গগুলিকে আমরা যে অর্থে গ্রহণ করি অর্থাৎ ধাতুর পূর্বে বসে তাকে বিশেষিত করা, বাংলা ভাষাতে কিন্তু সেইরকম দেখা যায় না। বাংলা ভাষাতে যে শব্দগুলিকে বৈয়াকরণরা উপসর্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই শব্দগুলি মূলত শব্দের পরে বসে, সেই জন্য বৈয়াকরণরা এইগুলিকে পরসর্গ বা Post-position হিসাবে নামকরণ করেছেন। তবে এগুলির প্রয়োগধর্মী বা কার্যধর্মী Preposition এর মতই। মহামুনি পাণিনি উপসর্গ কাকে বলে তা বলতে গিয়ে তিনি সূত্র করেছেন- উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (১/৪/৫৭) তবে সূত্রটির সঠিক অর্থ অবধাবন করতে গেলে এর পূর্ববর্তী 'প্রাদয়ঃ' (১/৪/৫৮) নামক সূত্রটির জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ 'প্রাদয়ঃ' সূত্রে যে সমস্ত শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত শব্দগুলিই যখন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাদেরকে উপসর্গ বলা হয়। যেমন- **প্র**-হার, **আ**-হার, **বি**-হার প্রভৃতি। এখানে প্র, আ এবং বি এইগুলি উপসর্গ। এইগুলির স্বতন্ত্র কোন অর্থ থাকে না কিন্তু যখন এরা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এরা ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে। যেমন প্রদত্ত উদাহরণে হৃ-ধাতুর অর্থ হরণ করা কিন্তু তার পূর্বে প্র-উপসর্গ যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে হয়েছে প্রহার অর্থাৎ আঘাত করা। সেজন্যই এগুলি উপসর্গরূপে কথিত। এখন 'প্রাদয়ঃ' সূত্রের মধ্যে কোন কোন শব্দগুলি উল্লেখিত তা দেখে নেওয়া দরকার।

প্রাদয়ঃ (১/৪/৫৮)

মহামুনি পাণিনি প্রকৃত সূত্রের মধ্যে প্র, পর, অপ, সম্, অনু, অব, নির্, নিস্, দুর্, দুস্, অভি, বি, অধি, সু, উত্, অতি, নি, প্রতি,পরি, অপি, উপ, আঙ্ এই নিপাতগুলিকে প্রাদিগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং এই গুলিই ক্রিয়ার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন তাদের উপসর্গ বলা হয়। একটি সংস্কৃত কারিকাতে কুড়িটি উপসর্গের কথা উল্লেখিত হয়েছে-

'প্রপরাপসমন্ববনির্দুরভিব্যধিসূদতিনিপ্রতিপর্যপরঃ।
উপাঙিতি বিংশতিরেশসখে উপসর্গবিধিঃ কথিত কবিনা।।'

পদপরিচয়ে উপসর্গের স্থান:

পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি ভাষা বিদ্যমান এবং সকল ভাষারই একটি নিজস্ব শব্দভাণ্ডারও আছে। বৈয়াকরণরা ভাষার মধ্যে বিদ্যমান শব্দগুলিকে শৃঙ্খলিত করার জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভক্ত করে থাকেন। সংস্কৃত ভাষাতেও বিদ্যমান শব্দগুলিকে বৈয়াকরণরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। বর্তমানে আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাঁচটি পদ-পরিচয়ের সন্ধান পাই- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। তবে এই সিদ্ধান্ত একদিনে আসেনি। দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন বৈয়াকরণদের সুগভীর চিন্তার ও বিশ্লেষণের ফল আজকের এই পদ-পরিচয়। এই পাঁচ প্রকার পদের মধ্যে উপসর্গগুলি অব্যয় নামক পদটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ উপসর্গগুলি একধরনের অব্যয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অব্যয় কি? এর উত্তরে মহামুনি পাণিনি বলেছেন-
স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্ (১/১/৩৭)

স্বরাদিগণের মধ্যে যে সমস্ত শব্দের পাঠ হয় ও যাদের নিপাত সংজ্ঞা হয় তারাই অব্যয়। স্বরাদি গণের মধ্যে স্বর্ প্রাতর্ অন্তর্ প্রভৃতি শব্দ উল্লেখিত আছে। প্রয়োজনে গণপাঠ দ্রষ্টব্য। কিন্তু এখন হল প্রশ্ন নিপাত কি? এর উত্তরে পাণিনি বলেছেন-

প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ (১/৪/৫৬)

'প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ' এই সূত্রের পরবর্তী সূত্র 'চাদয়োঽসত্ত্বে' (১/৪/৫৭) থেকে আরম্ভ করে 'অধিরীশ্বরে' (১/৪/৯৭) সূত্র পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থলে যে সমস্ত সূত্র আছে সেই সমস্ত সূত্রে উল্লেখিত অদ্রব্যবাচী অর্থাৎ দ্রব্যকে বোঝানোর ক্ষমতা যেসমস্ত শব্দের মধ্যে থাকে না তাদেরকে নিপাত বলা হয়। যেমন- চ হ প্র নি সু উপ অপ প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষাতে অনেক অব্যয় আছে তাদের মধ্যে কিছু অব্যয়ের নিজস্ব অর্থ থাকে আর কিছুর থাকে না। এই অর্থ থাকা ও না থাকার উপর নির্ভর করে অব্যয়কে বাচক ও দ্যোতক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

বাচক অব্যয়:

যে সমস্ত অব্যয়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র অর্থ থাকে তাদরকে বাচক অব্যয় বলে। যেমন হ্যঃ (গতকাল) শ্বঃ (আগামীকাল) নিকষা (নিকটে) প্রভৃতি।

দ্যোতক অব্যয়:

যে সমস্ত অব্যয়ের নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র অর্থ থাকে না কিন্তু তারা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে তাদেরকে দ্যোতক অব্যয় বলা হয়। যেমন- প্র, নি সু অনু প্রভৃতি। মূলত এই দ্যোতক শ্রেণীর অব্যয়গুলির মধ্যে যেগুলো প্রাদিগণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তারাই ক্রিয়াযোগে উপসর্গরূপে কথিত হয়।

উপসর্গের সংখ্যা:

উপসর্গের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। কেউ বলেন উপসর্গ কুড়িটি আবার কেউ বলেন বাইশটি। তবে সাধারণভাবে সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গের কথা অধিক স্বীকৃত। এবিষয়ে পূর্বোক্ত 'প্রপরাপসমন্নব.....' কারিকাটি স্মরণীয়। এখানে প্র, পর, অপ, সম্, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উত্, অতি, নি, প্রতি,পরি, অপি, উপ, এবং আঙ্ এই কুড়িটি উপসর্গের কথা স্বীকৃত। তবে মতান্তরে সংস্কৃত ব্যাকরণে নিস্ ও দুস্ এই দুটিও উপসর্গরূপে স্বীকৃত। এই সব উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না। এরা যখন কোনো ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সেই ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে বা পদার্থের অর্থকে দ্যোতিত করে। এরা সবই দ্যোতক শ্রেণীর অব্যয়। যেমন প্র, আঙ্, বি প্রভৃতির নিজস্ব কোন অর্থ থাকে না কিন্তু হৃ-ধাতুর (হরণ করা) সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে ধাতুর অর্থকে বদলে দেয়- **প্র**-হার (আঘাত করা), **আ**-হার (ভোজন করা), **বি**-হার (ভ্রমণ করা) প্রভৃতি।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য:

ভাষার মধ্যে উপসর্গগুলির ব্যবহার দেখে বৈয়াকরণরা উপসর্গগুলির বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন এবং কারিকার মাধ্যমে তা ব্যক্ত করেছেন-

১। ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তমেবানুবর্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গগতিস্ত্রিধা।।

উক্ত কারিকাতে বলা হয়েছে উপসর্গগুলি ক) কখনও মূল ধাতুর অর্থকে বাধা দেয়। যেমন গচ্ছতি-যাওয়া। **আ**গচ্ছতি-আসা। এখানে গম্-ধাতুর অর্থ উপসর্গের কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বিপরীতার্থ প্রকাশ করছে। খ) কখনও মূল ধাতুর অর্থকেই অনুসরণ করে। যেমন বসতি (বাস করা), **অধি**বসতি (বাস করা)। এখানে বস্-ধাতুর অর্থ বাস করা এবং অধি উপসর্গ যুক্ত হওয়ার পরেও সেই একই অর্থ বিদ্যমান থাকে। গ) কখনও উপসর্গগুলি ধাতুর অর্থে কিছু কিছু বিশেষত্ব আনে। যেমন- নমতি>প্রণমতি। নমতি এখানে নম্-ধাতুর অর্থ নত হওয়া, কিন্তু নম্-ধাতুর সঙ্গে প্র-উপসর্গ যুক্ত হওয়ায় ধাতুর অর্থ সামান্য বিশেষিত হয়ে প্রণমতি পদের অর্থ হয়ে যায় বিশেষভাবে নত হওয়া বা প্রণাম করা।

২। উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহারবিহারসংহারবৎ।।

উপসর্গ ধাতুর অর্থকে বলপূর্বক পরিবর্তন করে দেয়। যেমন হৃ-ধাতুর অর্থ হরণ করা কিন্তু যখন এর পূর্বে প্র-উপসর্গ যুক্ত হয় তখন সেটি হয়ে যায় **প্র**হার যার অর্থ আঘাত করা। যখন আঙ্-উপসর্গ যুক্ত হয় তখন সেটি হয়ে যায় **আ**হার যার অর্থ আহার করা। যখন বি-উপসর্গ যুক্ত হয় তখন সেটি হয়ে যায় **বি**হার যার অর্থ ভ্রমণ করা। যখন সম্-উপসর্গ যুক্ত হয় তখন সেটি হয়ে যায় **সং**হার যার অর্থ হত্যা করা। এইরকমভাবে উপসর্গগুলি ধাতুর অর্থকে বলপূর্বক পরিবর্তন করে দেয়।

৩। ক্বচিদর্থে প্রাদিযোগে হ্যকর্মণোপি ধাতবঃ।
সকর্মণো প্রজায়ন্তে সতাং সঙ্গাজ্জনা ইব।।

উক্ত কারিকাটিতে বৈয়াকরণরা উপসর্গের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন যেমন সাধুসঙ্গের প্রভাবে অকর্মক অর্থাৎ কর্মে বিমুখ ব্যক্তিও কর্মঠ হয়ে ওঠে ঠিক সেইরকমই প্রাদি উপসর্গযোগে অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়ে যায়। যেমন ভূ-ধাতু সাধারণত একটি অকর্মক ধাতু যার অর্থ হওয়া কিন্তু যখন ভূ-ধাতুর পূর্বে অনু-উপসর্গ যুক্ত হয় তখন সেটি হয়ে যায় **অনু**ভবতি যার অর্থ অনুভব করা। অর্থাৎ অকর্মক ভূ-ধাতুটি অনু-উপসর্গের যোগে সকর্মক ধাতুতে পরিণত হয়ে যায়।

উপসর্গ ও নিপাত:

আমরা পূর্বেই নিপাত কাকে বলে তা আলোচনা করেছি। 'প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ' এই সূত্রের পরবর্তী সূত্র 'চাদয়োঽসত্ত্বে' (১/৪/৫৭) থেকে আরম্ভ করে 'অধিরীশ্বরে' (১/৪/৯৭) সূত্র পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থলে যে সমস্ত সূত্র আছে সেই সমস্ত সূত্রে উল্লেখিত অদ্রব্যবাচী অর্থাৎ দ্রব্যকে বোঝানোর ক্ষমতা যেসমস্ত শব্দের মধ্যে থাকে না সাধারণত তাদেরকেই নিপাত বলা হয়। যেমন- চ হ প্র নি সু উপ অপ প্রভৃতি। নিপাত ও উপসর্গগুলিকে একইরকম দেখতে বলে আমরা অনেক সময় সংশয়ান্বিত হয়ে পড়ি। বস্তুত চ হ প্র নি প্রভৃতি যখন স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাদের কোন স্বতন্ত্র অর্থ থাকে না, তবে কখনও কখনও এরা বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন 'বেদো **হি** ধর্মমূলম্' (বেদই ধর্মের মূল) এখানে **হি**-এর কোন স্বতন্ত্র অর্থ নেই তবে বাক্যের অর্থের সাথে সাযুজ্য রেখে 'বেদ-**ই**' এইরকম অর্থ প্রকাশ করে। এটিই নিপাতের অনন্য বৈশিষ্ট্য, আর যখন এই নিপাতগুলি ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থ তৈরী করে বা ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে তখন তাদেরকে উপসর্গ বলা হয়। যেমন বহ্-ধাতুর অর্থ বহন করা কিন্তু যখন এর পূর্বে প্র-উপসর্গ যুক্ত হয়ে **প্র**বহতি হয় তখন তার অর্থ হয়ে যায় বয়ে চলা। এখানে প্রবহতি পদে প্রযুক্ত 'প্র' একটি উপসর্গ।

উপসর্গ ও গতি:

ব্যাকরণশাস্ত্রে প্র-প্রভৃতি নিপাতগুলি আবার কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ শর্তে গতি নামেও অভিহিত হয়। তবে উপসর্গ ও নিপাতের থেকে এদের কাজ আলাদা। গতিসংজ্ঞার কারণে মূলত সমাস ও বৈদিক স্বরপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে শুধুমাত্র প্র-প্রভৃতিরই গতিসংজ্ঞা হয় না এগুলি ছাড়াও বিশেষ কিছু অব্যয়েরও গতিসংজ্ঞা হয়ে থাকে। মহামুনি পাণিনি গতিসংজ্ঞাবিধায়ক বেশ কয়েকটি সূত্রে তা ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততার কারণে তার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। প্রয়োজনে ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। (পৃষ্ঠা-৫৪-৫৭, ১ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২)

উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়:

আমরা সাধারণত জানি উপসর্গগুলির স্বতন্ত্র কোন অর্থ থাকে না এবং তারা বাক্যেও একা একা বসতে পারে না। উপসর্গগুলি মূলত ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে বা পরিবর্তন করে। কিন্তু 'জপম্ **অনু** প্রাবর্ষত্ মেঘঃ' (জপের পরে পরেই মেঘ বর্ষণ করছে) এই উদাহরণে অনু-কে দেখে আমরা সংশয়ান্বিত হয়ে পড়ি যে এটি উপসর্গ না অন্য কিছু! কারণ উপসর্গ হলে তো ধাতুর সাথে যুক্ত থাকার কথা কিন্তু এখানে 'অনু' স্বতন্ত্রভাবে বাক্যে বসেছে এবং বাক্যের সুসংগত অর্থ প্রকাশ করতেও সে সক্ষম। তাহলে এখানে তো উপসর্গের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে না। বস্তুতপক্ষে অনু একটি কর্মপ্রবচনীয়। পূর্বোক্ত প্র পর অপ সম্ অনু প্রভৃতি নিপাতগুলি যখন ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যে প্রযুক্ত হয় তখন তারা উপসর্গ বলে বিবেচিত হয়। এবিষয়ে মহামুনি পাণিনি সূত্র করেছেন 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে'। কিন্তু এই সমস্ত উপসর্গগুলির মধ্যে কতকগুলির যেমন অনু উপ প্রতি পরি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অর্থ

দ্যোতিত করলে কর্মপ্রবচনীয় হয়। উপরিউক্ত উদাহরণে অনু জপ করা ও বর্ষণের মধ্যে লক্ষণ অর্থ বা কার্যকারণ সম্বন্ধকে দ্যোতিত করে তাই এখানে অনু-র ক্রিয়ার সাথে যুক্ত না থেকে বাক্যে স্বতন্ত্র ভাবে বসায় কোন সমস্যা হয়নি। এবিষয়ে মহামুনি পাণিনি সূত্র করেছেন 'অনুর্লক্ষণে'। প্র-প্রভৃতি নিপাতগুলি কখন কর্মপ্রবচনীয়রূপে বাক্যে প্রযুক্ত হয় সে বিষয়ে মহামুনি পাণিনি বেশ কতকগুলি সূত্র রচনা করেছেন। কর্মপ্রবচনীয় সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানার্জনে ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। (পৃষ্ঠা-৫৮-৬০, ১ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২)

ভাষান্তরে উপসর্গের অস্তিত্ব:

শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষাতে উপসর্গের অস্তিত্ব আছে তা কিন্তু নয় পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও উপসর্গের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যেমন ইংরেজী ভাষাতে আট প্রকার পদের মধ্যে যেটিকে আমরা Preposition বলি সেটাই উপসর্গ। এরকম বাংলা, হিন্দি, লাতিন, জার্মান, তিব্বতী, চিন, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষাতেও উপসর্গের অস্তিত্ব বিদ্যমান। নিচে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় উপসর্গের অস্তিত্ব উদাহৃত হল। বিশেষত পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ভাষার পথপদর্শক গ্রীক ও লাতিন, পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রচলিত বাংলা ভাষা এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংযোগরক্ষাকারী ইংরেজী ভাষাতে উপসর্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করব। এর ফলে প্রায় পৃথিবীর সব ভাষাতেই যে উপসর্গের অস্তিত্ব আছে তা মানতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না।

গ্রীক:

গ্রীক অন্যতম একটি প্রাচীন ভাষা। গ্রীক ভাষাকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ভাষাগুলি তাদের আকৃতি লাভ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রীক বৈয়াকরণ দিওনিসিউস্ থ্রাক্সের 'তেখনে গ্রামাতিকে' গ্রন্থের হাত ধরে প্রাচীন গ্রীসে ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত হয়। গ্রীক ব্যাকরণে Preposition কে Prothesis বলে অভিহিত করা হয়। 'pro' মানে পূর্বে 'thesis' স্থিতি বা অবস্থান। প্রখ্যাত গ্রীক বৈয়াকরণ দিওনিসিউস্ থ্রাক্স Prothesis হিসাবে আঠারোটি শব্দের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- (একাক্ষর বিশিষ্ট) en, eis, eks, sun, pro, pros, (দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট) ana, kata, dia, meta, para, ante, epi, peri, amphi, apo, hupo, huper ইত্যাদি। এই উপসর্গগুলি সংস্কৃতের মতই কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন- ana (up, along) eis (into, to) প্রভৃতি কর্মকারক ও দ্বিতীয়া বিভক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। en (in, at), sun (with) প্রভৃতি সম্প্রদান কারক ও চতুর্থী বিভক্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত ইত্যাদি।

লাতিন:

পাশ্চাত্যে যে সমস্ত ভাষাগুলিকে আমরা আজ দেখি সেগুলি প্রায় সবই গ্রীক ও লাতিন ভাষাকে অবলম্বন করেই গঠিত তাই গ্রীক ও লাতিনে বিদ্যমান উপসর্গের জ্ঞান হলে অন্য ভাষাতেও যে উপসর্গের অস্তিত্ব থাকবে তা অনুমান করতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেইজন্য এখানে মূলত গ্রীক ও লাতিনের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা উপসর্গের প্রতিশব্দ হিসাবে 'Preposition' নামে যে শব্দটিকে ব্যবহার করি সেটি মূলত লাতিন বৈয়াকরণদের কাছ থেকেই পাওয়া। লাতিন শব্দ 'prae' মানে পূর্বে এবং 'position' মানে অবস্থান অর্থাৎ যে শব্দ বাক্যে কোন শব্দের পূর্বে বসে সেই শব্দটিকে বিশেষিত করে তাকে আমরা Preposition বলে থাকি। সংস্কৃত ভাষার মত লাতিন ভাষাতেও উপসর্গের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং সেগুলি কারক ও বিভক্তি নিরর্ণয়েও সাহায্য করে। যেমন- কর্মকারকে- ad (to), in (into), post (after, behind)। অপাদান কারকে- ab (by, with, from), cum (with), de, ex (from), in (in, on) ইত্যাদি।

ইংরেজি:

বর্তমানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত এবং অধিক প্রচলিত ইংরেজী ভাষার মধ্যেও এই উপসর্গের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ইংরেজী ভাষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য Preposition হল- About, above, across, along, among, but, before, by, between, on, of, off, to, up, with, within, without, through, towards, from ইত্যাদি।

বাংলা:

Preposition শব্দটিকে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি অর্থাৎ শব্দের পূর্বে বসে সেই শব্দকে বিশেষিত করা বাংলা ভাষাতে কিন্তু সেরকমভাবে উপসর্গগুলিকে শব্দের আগে বসতে দেখা যায় না শুধু মাত্র বিনা (বিনা হুকুম) ও বেগর (বেগর হাতা) এই দুটি শব্দ শব্দের পূর্বে বসে। বাংলা ভাষাতে যে শব্দগুলিকে বৈয়াকরণরা উপসর্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই শব্দগুলি মূলত শব্দের পরে বসে। সেই জন্য এইগুলিকে তারা পরসর্গ বা Post-position হিসাবে নামকরণ করেছেন। তবে এগুলির প্রয়োগধর্মী বা কার্যধর্মী Preposition এর মতই। যেমন- হইতে , থেকে, সহ, সঙ্গে, জন্য, জন্যে, ছাড়া, ব্যতীত, তরে, দরুণ, দ্বারা দিয়া, পক্ষে প্রভৃতি এগুলির বৈশিষ্ট্য উপসর্গের মতই তবে বাংলা ভাষাতে এগুলি সাধারণত শব্দের পরে যুক্ত থাকে বলে বৈয়াকরণরা এদেরকে Post-position হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন।

উপসংহার:

সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় নামক যে পাঁচ প্রকার পদের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে অব্যয় নামক পদ-পরিচয়ের মধ্যেই উপসর্গ অন্তর্ভুক্ত। উপসর্গগুলি যে এক প্রকার অব্যয় তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই প্রবন্ধে উপসর্গের সংজ্ঞা, সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান উপসর্গের সংখ্যা, উপসর্গের বৈশিষ্ট্য, নিপাত, গতি ও কর্মপ্রবচনীয়ের সঙ্গে উপসর্গের পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে প্র-প্রভৃতি শব্দগুলি কখনও নিপাত, কখনও গতি, কখনও বা কর্মপ্রবচনীয়রূপে বাক্যে প্রযুক্ত হয়। ফলে বাক্যে বা শব্দের সাথে প্রযুক্ত প্র-প্রভৃতিকে দেখে আমরা অনেক সংশয়ান্বিত হয়ে পরি যে সেটি নিপাত? গতি? না কর্মপ্রবচনীয়? এছাড়াও আমাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগে যে সংস্কৃত ভাষার মত পৃথিবীতে তো আরও অনেক ভাষা আছে তাহলে সেই ভাষাগুলিতেও কি উপসর্গের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শব্দ বিদ্যমান? বস্তুত এই প্রবন্ধে উপসর্গ বিষয়ে পাঠক হৃদয়ের এই সমস্ত প্রশ্নের নিরসনপূর্বক উপসর্গ বিষয়ে সামগ্রিক একটি ধারণা তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আশা করব প্রবন্ধটি জ্ঞানপিপাসু পাঠক হৃদয়ের জ্ঞানতৃষ্ণাকে নিবারণ করতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। চক্রবর্তী, ড. সত্যনারায়ণ। পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, কলকাতা।

২। লাহিড়ী, ড. প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী। পণ্ডিত হৃষীকেশ, পাণিনীয়ম্। দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুনমুদ্রণ, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা।

৩। ভট্টাচার্য, ড. তপন শঙ্কর। পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী। সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২, কলকাতা।

৪। চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিশ চন্দ্র। টেকনিক্যাল টার্ম এন্ড টেকনিক অফ স্যান্সকৃত গ্রামার। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩, কলকাতা।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন। সংস্কৃত বনাম বাংলা ব্যাকরণ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, কলকাতা।

৬। হালদার, গুরুপদ। ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস। সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০০৬, কলকাতা।

৭। ভট্টাচার্য, অমিয় কুমার। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, কলকাতা।

৮। মুন্সী, রত্না। সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, কলকাতা।